**আখের ক্ষতিকর পোকামাকড়ের দমন ব্যবস্থাপনা**

**নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ণ)**

নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ণ) মাসে ইক্ষুর জমিতে সাধারণত ৩ টি পোকার আক্রমণ দখো যায়।

যেমনঃ পাইরলিা লফি হপার, আঁশ পোকা এবং উঁই পোকা

* **পাইরলিা লফি হপার পোকার দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। পাতাসহ পাইরিলার ডিমের গাদা কেটে জড়ো করে মাটরি নীচে পুতে ধ্বংস করতে হব।

২। পাইরিলা ও নিম্ফের পরজীবি পোকা ইপরিকিানয়িা অধকি আছে এমন জমি থেকে কম ইপরিকিানয়িা আছে বা নাই

 এমন জমিতে ইপরিকিানয়িার ডমিরে গাদা বা পুত্তলি পাতাসহ কেটে বিস্তারের মাধ্যমে পাইরলিা দমন করা সম্ভব।

৩। পুরানো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছড়িয়ে জড়ো করে পুড়িয়ে অথবা মাটরি নিচে পুতে ধ্বংস করতে হব।

* **আঁশ পোকার দমন ব্যবস্থাপনা**

১। পুরানো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছড়িয়ে জড়ো করে পুড়িয়ে অথবা মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হব।

২। ফসল কাটার পর আক্রান্ত মাঠে ফসলের পরিত্যাক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৩। আঁশ পোকামুক্ত বীজখন্ড নালায় রোপণ করতে হবে।

৪। অধিক আক্রান্ত জমিতে মুড়ি আখ চাষ না করাই ভাল।

* **উঁই পোকার দমন ব্যাবস্থাপনাঃ**

১। উঁই পোকার ঢিবিসহ ধ্বংস করতে হবে এবং রানী উঁই সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে।

২। যে সকল জমিতে উঁইপোকার আক্রমণের সম্ভবনা আছে সেকল জমিতে আাঁকা বাঁকা পদ্ধতিতে বীজখন্ড রোপণ করতে হবে।

২। খাদ্য ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে যেমনঃ মাটির হাঁড়িতে পাঠকাঠি/ধৈঞ্চার টুকরা ভার্তি করে জমিতে পুতে রেখে ২০/২৫ দিন পর পর তুলে উঁই পোকাগুলো মেরে ফেলতে হবে।

৩। যে সকল জমিতে উঁইপোকার আক্রমণের সম্ভবনা আছে সেকল জমিতে রোপণের পূর্বে দানাদার জাতীয় কীটনাশক রিজেন্ট ৩জিআর প্রতি হেক্টরে ১৬.৬৬ কেজি হারে নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।